গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।

জাতীয় পানি পরিষদের দ্বিতীয় সভার কার্য বিবরণী।

বিগত ৯ই জানুয়ারী ১৯৮৫ দুপুর ১২ ঘটিকায় বঙ্গ ভবনে জাতীয় পানি পরিষদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, এনডিসি, পিএসসি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ, বি, ইউ, এমিএসসি
উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বিমান বাহিনী প্রধান
এবং মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়।

(২) রিয়ার এডমিরাল সুলতান আহমদ,
উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও নৌ-বাহিনী প্রধান,
এবং মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

(৩) এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) কে, এম, আমিনুল ইসলাম,
মন্ত্রী, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।

(৪) ডঃ এ, মজিদ খান, মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

(৫) মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান, মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার,
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

(৬) জনাব এম, সাইদুজ্জামান, মুখ্য অর্থ সচিব ও উপদেষ্টা,
অর্থ মন্ত্রণালয়।

(৭) জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, মুখ্য পররাষ্ট্র সচিব ও
পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(৮) মেজর জেনারেল এম, আতিকুর রহমান, প্রিন্সিপাল ষ্টাফ
অফিসার টু সি, এম, এল, এ।

(৯) মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুস সামাদ, পিএসসি, চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ।

(১০) ডঃ [illegible], পরিকল্পনা কমিশন।

(১১) জনাব মোহাম্মদ আলী, সচিব, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়।

(১২) জনাব ফারুক আহমদ চৌধুরী, সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(১৩) জনাব শফি সামী, মহা পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(১৪) জনাব মফিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, সেচ, পানি উন্নয়ন ও
বন্যানিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।

(১৫) ডঃ কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ, ডাইরেক্টর অব রিসার্চ,
বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ।

(১৬) ডঃ ফারুক আজিজ খান, চেয়ারম্যান, স্পারসো।

(১৭) জনাব বি, আর, চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

(১৮) জনাব কে, মওদুদ ইলাহী, চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৯) জনাব কে, এ, এ, কামরুদ্দিন, ডীন ও অধ্যাপক, আইন অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অপর পাতায় -------

(২০) জনাব এম, এইচ, এ, সিদ্দিকী, প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স।

(২১) ডঃ আব্দুল হান্নান, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

(২২) জনাব শমিউদ্দিন সরকার, প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স।

(২৩) জনাব মকবুলুর রহমান, কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার।

(২৪) জনাব এ, টি, এম, আমিনুল ইসলাম, সদস্য (পরিকল্পনা) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

(২৫) জনাব মবিনুদ্দিন চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী, এমপিও।

(২৬) জনাব আমজাদ হোসেন খান, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন।

২। সভার প্রারম্ভে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) কে, এম, আমিনুল ইসলামকে আলোচনার সূত্রপাত করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী মহোদয় তাঁহার বক্তব্যে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদির উপর আলোকপাত করেন। আলোচনা প্রসংগে তিনি সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত গংগার পানি বন্টন সম্পর্কিত মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমূহের তাৎপর্য সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন।

৩। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি সম্পদ ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেন। এই প্রসংগে তিনি তিস্তা নদীর উপর নির্মিতব্য বাঁধের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করার এবং মুহুরী প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ জনিত সমস্যার প্রতি নজর দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। এতদব্যতীত সাম্প্রতিক বন্যায় যে সব বাঁধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরের বাঁধ এবং মৌলবী বাজারে মনু নদীর বাঁধ অবিলম্বে মেরামত করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন।

৪। সভায় নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচিত হয় :-

(ক) ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মপুত্র নদীর গতি পরিবর্তন পূর্বক তাঁহাদের এলাকার মধ্যদিয়া প্রবাহিত করিয়া গংগার প্রবাহ বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালিত করিতেছেন। ইহা বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার বরখেলাপ। বাংলাদেশ কোন অবস্থায় ইহাতে সম্মত হইতে পারে না। ব্রহ্মপুত্র নদী হইতে বর্তমানে যে পরিমাণ পানি বাংলাদেশে প্রবাহিত হয় তাহা বাংলাদেশের বর্তমান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় এই নদীর প্রবাহ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যত্র প্রবাহিত করার প্রস্তাব বাংলাদেশের কাছে গ্রহনযোগ্য নয়। ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষি কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীতে একটি বাঁধ দেওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অপর পাতায় ------

(খ) গত ১লা জানুয়ারী হইতে [illegible] যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রত্যহ গংগার পানি প্রবাহের পরিমাপ সম্পর্কে পরিসংখ্যান গ্রহণ করিতেছে। এই পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৮৩ সনের তুলনায় ১৯৮৪ সনের জানুয়ারী মাসে গংগার পানি প্রবাহের পরিমান অনেক কম। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফারাক্কায় কম পানি ছাড়ার দরুন অথবা ফারাক্কার উজানে অত্যধিক সেচপ্রবাহ ইহার কারণ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

(গ) গংগা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি ব্যারাজ নির্মাণ সম্পর্কিত প্রাথমিক পরীক্ষা সমাপ্ত করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহার প্রকৌশলগত দিক সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং নকশা তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য আনুমানিক ৩ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইবে।

(ঘ) বর্তমানে গংগা নদীতে যে পানি আছে তাহার সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ৩টি প্রকল্প প্রণয়ন করা হইয়াছে যাহা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

(ঙ) বাংলাদেশের ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টির উৎস ভারতে। ইহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা, গোমতী, মনু, মুহুরী, খোয়াই [illegible] নদীতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাঁধ নির্মাণ করিয়াছেন অথবা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] বাংলাদেশে এই সমস্ত নদীতে পানি প্রবাহের পরিমান [illegible] ভাবে হ্রাস পাইবে। এই সম্পর্কে জরুরীভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া বাংলাদেশকে তাঁহার নিজস্ব অর্থনৈতিক, কারিগরী ও প্রকৌশলগত সম্পদ ব্যবহার পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(চ) গভীর ভূগর্ভস্থ অবস্থিত জলাধার(Deep acquifer) এর সঞ্চিত জলরাশি সেচ কার্যে ব্যবহার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব বিশ্বব্যাংকের কোন [illegible] বিশেষজ্ঞ সময়ে সময়ে উত্থাপন করিয়াছেন। ইহার প্রযুক্তিগত দিক সম্পর্কে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। দ্বিতীয়তঃ হিমালয় পাদদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যাহা ভারতের মধ্যে অবস্থিত এই বিষয়ে পরীক্ষা চালাইবার উপযুক্ত স্থান। সেখানে ইহা সফল হইলে বাংলাদেশ ইহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে।

(ছ) কাপ্তাই লেকে ড্রেজিং এর ব্যবস্থা না থাকায় দ্রুত ভরাট হইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে অনুরূপ জলাধার নির্মান করা হইলে তাহাতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে গভীরতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত

৫। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(১) ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি বাঁধ নির্মানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) তিস্তা নদীর বাঁধের নির্মান কার্য সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) মুহুরী প্রকল্পের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অপর পাতায়-----

(৪) সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরের বাঁধ এবং মৌলভীবাজারে মনু নদীর বাঁধ সহ অন্যান্য বাঁধের মেরামত জরুরী ভিত্তিতে সমাধা করা হইবে।

(৫) সীমানুবর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইবে।

(৬) গংগা নদীর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য যে সব প্রকল্প প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ সহ জাতীয় পানি পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচনার উদ্দেশ্যে পেশ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডঃ এম, এইচ, কে, ইউসুফ জাইকে দায়িত্ব দেওয়া হইল।

স্বাক্ষরিত/-
(লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ)
রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং
সভাপতি, জাতীয় পানি পরিষদ।